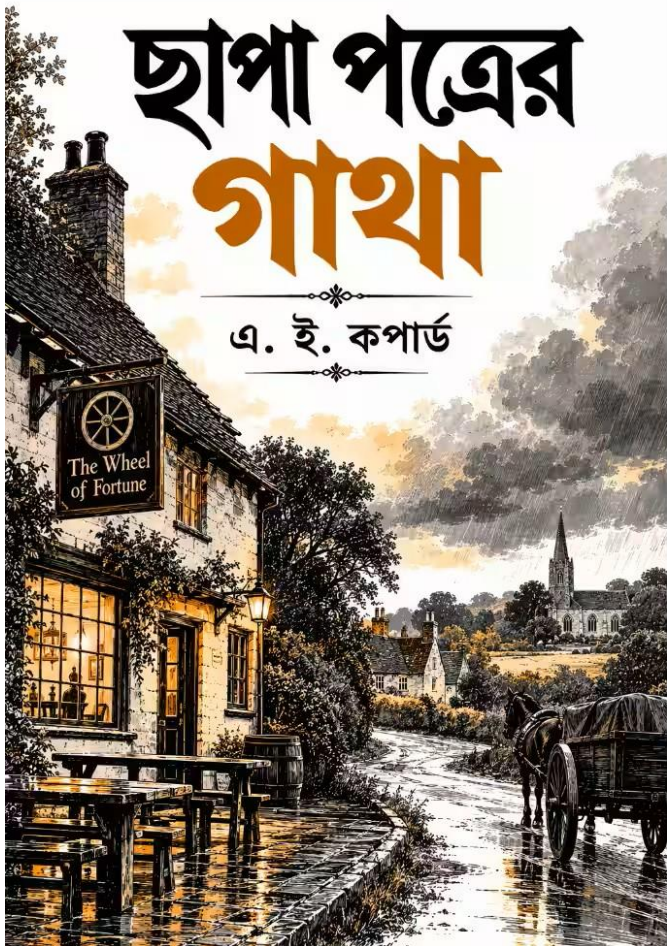


ছাপা পত্রের গাথা

এ. ই. কপার্ড



ছাপা পত্রের গাথা

এ. ই. কপার্ড



অনুবাদ • এস হক

প্রচ্ছদ • ক্যাটালগ

সহযোগিতায় • আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়।

দুপুরে গ্রামের গির্জার ছাদ মেরামতের কাজ
থেকে নেমে ছাদমিস্ত্রি স্যাম ও রাজমিস্ত্রি বব
রাস্তার ওপারের সরাইখানায় দুপুরের খাবার
খেতে গেল। সকালটা ভালোই ছিল, তবে দক্ষিণে
কালো মেঘ জমছিল। স্যা

ম বলল, ঝড়-বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। স্নান ছোট
পানশালায় বসে খেতে খেতে বব সংবাদপত্রে
একটি হত্যা মামলার বিচারসংক্রান্ত খবর
পড়ছিল।

বব বলল, অভিযুক্ত লোকটিকে ফাঁসি দেওয়া
হবে বলে তার ধারণা, যদিও লোকটি সত্যিই খুন
করেছে কি না সে নিশ্চিত নয়। খুন ভয়ংকর
অপরাধ, তাই কারও না কারও শাস্তি হওয়া
দরকার—এমনটাই যেন আদালতের মনোভাব।

স্যাম বলল, ফাঁসি ভয়ানক ব্যাপার এবং প্রায়ই
অন্যায় হয়। বব তর্ক করল, অধিকাংশ বিচারে
সাক্ষীরা আসল ঘটনা জানে না; যারা সত্য জানে,
তারা নানা কারণে মুখ খোলে না। বাইরে বৃষ্টি
জোরে নামতে লাগল।

বব বলল, প্রায় দশ বছর আগে কটসওন্ড
অঞ্চলে কাজ করার সময় এমনই এক বৃষ্টির

দিনে তার সঙ্গে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সে গ্লস্টার থেকে মালবাহী গাড়িতে ফিরছিল। রাস্তার মোড়ে ‘দ্য হুইল অব ফরচুন’ নামের নির্জন পানশালার বারান্দায় এক তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িচালক ভিজে ও বিরক্ত হয়ে থামতে চাইছিল না।

বব তাকে অনুরোধ করল, মেয়েটিকে তুলে নিতে—মেয়েটি সন্তানসম্ভবা, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। শেষে গাড়ি ফিরিয়ে আনা হলো। মেয়েটি ববের হাঁটুর ওপর বসে কয়েক মাইল পথ গেল, তারপর আরেকটি মোড়ে নেমে বৃষ্টির মধ্যে চলে গেল। বব তাকে আগে চিনত; তার নাম এডিথ।

এডিথের ছোট বোনের নাম অ্যাগনেস। তাদের বাবা হ্যারি ম্যালাটন নর্থ কোয়েনির ‘দ্য ব্রিটিশ ওক’ সরাইখানা চালাতেন।

তিনি তোতলাতেন, কিন্তু রেগে গেলে ভয়ংকর হয়ে উঠতেন। এডিথের সঙ্গে উইলিয়াম নামে এক যুবকের প্রেম হয়েছিল।

এডিথ গর্ভবতী হয়ে পড়লে সে একা সমস্যার সমাধান করতে পারেনি এবং বাবা-মাকে সত্য

জানাতে ভয় পেয়েছিল। শেষে মাকে চিঠি লিখে সব খুলে বলল।

মা রেগে আগুন হলেও হ্যারি প্রথমে শান্ত থাকার চেষ্টা করলেন। তিনি উইলিয়ামকে ডেকে পাঠালেন।

উইলিয়াম বলল, আইনমতো যা করা দরকার সে করবে, এবং কয়েক দিনের মধ্যে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল।

কিন্তু পরদিন অ্যাগনেসও মাকে চিঠি লিখে জানাল, সেও উইলিয়ামের সন্তানের মা হতে চলেছে। মা হতভম্ব হয়ে গেলেন—দুই মেয়েই একই যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে!

হ্যারি খবরটি শুনে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি লাঠি নিয়ে উইলিয়ামের কাছে গেলেন, তাকে এমন মারধর করলেন যে সে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল।

পরে উইলিয়ামকে পিঠে তুলে বাড়িতে নিয়ে এসে দুই মেয়ের সামনে মেঝেতে ফেলে দিলেন। অ্যাগনেস বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি তাকে আঘাত করে অজ্ঞান করে দিলেন।

এবার ঠিক করতে হবে, উইলিয়াম কাকে বিয়ে করবে। এডিথ চুপচাপ কাঁদছিল, কিন্তু অ্যাগনেস তাকে বিয়ে করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

উইলিয়াম বলল, সে অ্যাগনেসকেই ভালোবাসে; তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না।

হ্যারি শেষ পর্যন্ত পকেট থেকে আধা-ক্রাউন বের করে বললেন, “হেড পড়লে অ্যাগনেস, টেল পড়লে এডিথ।” মুদ্রা ছোড়া হলো, আর হেড পড়ল। অ্যাগনেস জিতে গেল।

কিন্তু বিয়ের পর তাদের জীবন সুখের হলো না। উইলিয়ামের কোনো আত্মীয় ছিল না, আর গ্রামের লোকেরা তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করল।

তাই হ্যারি বাধ্য হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে রাখলেন। দুই বোন একে অন্যকে সহ্য করতে পারত না; ফলে হ্যারি উঠোনের পুরোনো গাড়িঘর পরিষ্কার করে উইলিয়াম ও অ্যাগনেসকে সেখানে থাকতে দিলেন।

এডিথ মূল বাড়িতেই থাকল, কিন্তু বিয়ের পর থেকে সে বোনের সঙ্গে আর কথা বলল না। বাবা তার পক্ষ নিতেন।

পরে জানা গেল, অ্যাগনেস আসলে গর্ভবতী ছিল না। উইলিয়াম তাকে বেশি ভালোবাসত বলে সে এডিথের সঙ্গে একধরনের প্রতারণার খেলায় নেমেছিল।

অ্যাগনেস ও উইলিয়ামের কোনো সন্তানও হলো না। অথচ এডিথের সন্তান জন্মানোর পর অ্যাগনেস শিশুটিকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসত; উইলিয়ামও শিশুটিকে ভীষণ আদর করত।

এডিথ একই বাড়িতে থেকে সব দেখত, কিন্তু বোনের সঙ্গে আর কখনো কথা বলেনি।

একদিন সকালে অ্যাগনেসকে গাড়িঘরের সোফায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

বব বলল, আশপাশের অনেকেই জানত এডিথ কোথা থেকে বিষ সংগ্রহ করেছিল এবং কীভাবে বার্লির পানীয়ের গ্লাসে তা মিশিয়েছিল।

হ্যারি সব জানতেন, কিন্তু এডিথকে ভালোবাসতেন বলে কিছু বলেননি। তদন্ত বা

বিচার—কোনোটিতেই এডিথের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণিত হয়নি।

তাহলে ফাঁসি হলো উইলিয়ামের কেন? বব ব্যাখ্যা করল, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

তার বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যজনক কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করা হয়, আর হ্যারি সম্ভবত সেসবের কিছু জানতেন।

উইলিয়াম নির্দোষ ছিল, কিন্তু সে দুই বোনের সঙ্গে অসৎ আচরণ করেছিল বলে কেউ তার পক্ষে দাঁড়ায়নি। শেষ পর্যন্ত তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো।

বিচারের সময় এডিথ আদালতে বসেছিল—মুখ ফ্যাকাশে, শরীর কাঁপছিল, চোখে দুঃখ।

কিন্তু বিচারক যখন কালো টুপি পরলেন, তখন নাকি এডিথ লজ্জায় লাল হয়ে উইলিয়ামের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিল।

ববের মতে, উইলিয়ামের কাজের জন্য এডিথকে যেমন কষ্ট পেতে হয়েছে, তেমনি এডিথের কাজের জন্য উইলিয়ামকেও কষ্ট পেতে হয়েছে।

স্যাম বিস্ময়ে বলল, “হে ঈশ্বর!” দুজন কিছুক্ষণ
চুপ করে বিয়ার শেষ করল। তা

রপর স্যাম জানাল, বৃষ্টি থেমেছে মনে হচ্ছে। বব
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, সত্যিই বৃষ্টি
থেমেছে। এবার চল, গির্জার কাজ শেষ করি—
নইলে বড়দিনের আগেও ছাদ মেরামত শেষ হবে
না।

